নয়নের জলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইল।
দ্বাত্রিংশ লক্ষণ তাহে ভাসিয়া উঠিল।।
অষ্টবজ্র ধ্বজচক্র সব দেখা যায়।
বক্ষেতে কৌস্তভ মণি পদে গঙ্গা রয়।।
ভুলিনু জগৎ হেরি জগদিষ্ট রূপ।
নিশ্চয় বুঝিনু হরি স্বয়ং স্বরূপ।।
কৃপাকরি বাণীনাথ কহে মোরে বাণী।
'তুইরে ময়নার ছা' তারক বাছনি।।
কা'র পোষাপাখী তোর তাহা মনে নাই।
মৃত্যুঞ্জয় তোরে আনে তাই তোরে পাই।।
যাও বাপ্ ঘরে যাও কর কাজ কর্ম।
সংসারের মোহে যেন ভুলিওনা ধর্ম।।
তন্ত্র মন্ত্র ভেক্-ঝোলা সব ধাঁধাবাজী।
পবিত্র চরিত্রে থেকে হও কাজে কাজী।।
সেই হতে রচি পদ 'কাজ কি মন্ত্রবীজে'।
হরি রবি কিরণেতে মধু চিত্ত মাঝে।।
যবে হরিচাঁদরূপ প্রভু লুকাইল।
বড়দিয়া বাজারেতে নিজে দেখা দিল।।
পদস্পর্শ করিবারে হেঁট করি মাথা।
দেখি পদচিহ্ন আছে প্রভু নেই সেথা।।
আকুলি বিকুলি করি ভূমে লুটে পড়ি।
কৃপা করি শূণ্যবাণী কহিলেন হরি।।
"হরিচাঁদ রূপ আর দেখা নাহি পাবে।
গুরুচাঁদে আছি আমি নিশ্চয় জানিবে।।"
গুরুচাঁদ নিকটেতে শান্তি লাগি আসি।
তিনি কন "তারক হে বৃথা আসাআসি।।
তোমাদের সে ঠাকুর আর নাহি বেঁচে।
বৃথা কেন এস সবে গুরুচাঁদ কাছে।।
কাঁদিয়া কহিনু তবে গুরুচাঁদ ঠাঁই।
'ওরে বাবা হরিচাঁদ! তুমি যাও নাই।।
গুরুচাঁদরূপে আছ বলিয়াছ মুখে।
অন্ধ বলি আর নাহি ছলিও তারকে।।'
কথা শুনি গুরুচাঁদ মৌন হয়ে রয়।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদে পাই পরিচয়।।
জয় জয় গুরুচাঁদ রূপী হরিচাঁদ।
এ তারক মাগে সদা তোমার প্রসাদ।।
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য গ্রন্থ শেষ হ'ল।
তব কার্য্যে হ'ল মোর জীবন সফল।।
পঙ্গুজনে লঙ্ঘে গিরি বোবা কথা কয়।
অসাধ্য সাধন ভবে তোমার কৃপায়।।
পূর্ণ অবতার প্রভু পূর্ণ লীলাকারী।
অনন্ত শয়নে হরি ক্ষিরোদ বিহারী।।
প্রভুর কৃপায় গ্রন্থ সমাপন হ'ল।
হরি-গুরুচাঁদ প্রীতি হরি হরি বল।।

সমাপ্ত